আল্লাহ তায়ালার প্রতি ভরসা এবং অল্পতুষ্টি

8/17/2017

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাহমাতুল্লিল আলামিন, জনাবে সাদিক ও আমীন, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَحَمِدَ الرَّبَّ অর্থাৎ যে কোরআনে পাকের তিলাওয়াত করলো এবং **রব (আল্লাহ্) তায়ালার** প্রশংসা বর্ণনা করলো, وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ وَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ অতঃপর **নবীয় করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে নিজের **রব তায়ালার** নিকট মাগফিরাতের প্রার্থনা করলো, فَقَدْ طَلَبَ الْخَيْرَ مَكَانَه তবে নিঃসন্দেহে সে কল্যানকে তার স্থান থেকে খুঁজে নিয়েছে। **(তাফসীরে দুররে মনসুর, ৮ম খন্ড, ৬৯৮ পৃষ্ঠা)**

উন পর দরূদ জিন কো কাসে বে কাসাঁ কাহেঁ,
উন পর সালাম জিন কো খবর বেখবর কি হে।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: অর্থাৎ আমরা আমাদের প্রিয় **আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করি, যিনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়স্থল এবং আমরা আমাদের প্রিয় **আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সালাম প্রেরণ করি, যিনি আমরা উদাসীনদেরও কল্যাণের সংবাদ (খবরাখবর) রাখেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং-৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনে**র সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

উপার্জনের মাধ্যম

বর্ণিত আছে; মসজিদুল হারাম শরীফে (মক্কায়ে মুকাররমা) এক আবিদ (ইবাদতকারী ব্যক্তি) রাতভর ইবাদতে লিপ্ত থাকতো, দিনে রোযা রাখতো, প্রতিদিন সন্ধ্যায় এক ব্যক্তি এসে দু'টি রুটি দিয়ে যেতো, সে তা দিয়ে ইফতার করে নিতো অতঃপর পরের দিনের জন্য ইবাদতে লিপ্ত হয়ে যেতো। একদিন তার মনে খেয়াল আসলো যে, এটি কিরূপ ভরসা? আমি তো একজন মানুষের প্রদানকৃত রুটিন প্রতি ভরসা করে আছি! এবং সৃষ্টির রিযিক দাতা **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসা করছি না, সন্ধ্যায় যখন রুটি প্রদানকারী আসলো তখন আবিদ তাকে ফিরিয়ে দিলো।

www.dawateislami.net

এমনিভাবে তিনদিন অতিবাহিত হয়ে গেলো। যখন ক্ষুধা প্রাধান্য বিস্তার করলো তখন আপন **প্রতিপালক আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ফরিয়াদ করলো। রাতে স্বপ্নে দেখলো যে, সে **আল্লাহ্ তায়ালা**র দরবারে উপস্থিত এবং **আল্লাহ্ তায়ালা** ইরশাদ করেন: আমি আমার বান্দার মাধ্যমে যা কিছু পাঠাতাম তুমি তা ফিরিয়ে দিতে কেন? আবিদ আরয করলো: মওলা! আমার মনে হলো যে, হয়তো আমি তুমি ছাড়া অন্যের প্রতি ভরসা করে আছি। **রব তায়ালা** ইরশাদ করলেন: সেই রুটি কে পাঠাতো? আবিদ আরয করলো: **হে আল্লাহ্!** তুমিই তো প্রেরণকারী। আদেশ হলো! এখন থেকে আমি পাঠাবো তুমি ফিরিয়ে দেবে না। সেই স্বপ্নের মাঝে এটাও দেখলো যে, সেই রুটি আনয়নকারী ব্যক্তি **রাব্বুল আলামিনে**র (**আল্লাহ্ তায়ালা**র) দরবারে উপস্থিত। **আল্লাহ্ তায়ালা** তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি এই আবিদকে রুটি দেয়া কেন বন্ধ করে দিলে? সে আরয করলো: হে **মালিক ও মওলা**! তুমি ভালই জানো। অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন: হে বান্দা! সেই রুটি তুমি কাকে দিতে? সেই বান্দা আরয করলো: আমি তো তোমাকেই দিতাম (অর্থাৎ তোমার পথেই দিতাম) ইরশাদ হলো: তুমি তোমার আমল অব্যাহত রাখো, আমার নিকট তোমার জন্য এর বিনিময়ে জান্নাত রয়েছে। (রওযুর রিয়াহীন, ১৩৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই কাহিনী থেকে জানতে পারলাম, **আল্লাহ্ তায়ালা**র সন্তুষ্টির জন্য কৃত সদকা জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম হয়ে যায়, আর এটাও জানতে পারলাম, **আল্লাহ্ তায়ালা**র নেক এবং পরহেযগার বান্দারা **তাঁর** প্রতি ভরসার উচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকেন। সেই ইবাদতকারী ব্যক্তি রাতভর ইবাদতে ব্যস্ত থাকতেন, দিনে রোযা রাখতেন, আর এভাবেই রাত দিন ইবাদতে অতিবাহিত করতেন, তার এরূপ ভরসা ছিলো যে, সেই পবিত্র সত্তা, আমি যার ইবাদতে ব্যস্ত রয়েছি, পারিশ্রমিক দেয়া এবং নিজের বান্দাকে খাবার খাওয়ানো **তাঁর**ই কাজ, আমি **তাঁর** কাজে ব্যস্ত এবং **তাঁর**ই ইবাদত করছি তবে **তিনি** مُسَبِّبُ الْاَسْبَاب (অর্থাৎ মাধ্যম সরবরাহকারী) আমার উপার্জনের উপায় বানিয়ে দেবেনই এবং এমনি হতো, প্রতিদিন এক বান্দা সন্ধ্যার সময় এসে তাকে দু'টি রুটি দিয়ে যেতো, যা দ্বারা সে রোযার ইফতার করতো এবং আবারো ইবাতদের জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতো।

www.dawateislami.net

নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তায়ালা**র পবিত্র সত্তার প্রতি এভাবে ভরসা করা, **তাঁর** প্রিয় বান্দাদের অভ্যাস। এই কাহিনী থেকে ভরসা সম্পর্কীত মাদানী ফুল অর্জনের পাশাপাশি অল্পেতুষ্টির উৎসাহও পাই, ভাবুন তো! আমরা যখন রমযানের ফরয রোযা রাখি তখন ইফতারে খাওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরণের উন্নত নেয়ামত জমা করি, একটি কাঙ্ক্ষিত বস্তুও যদি কম হয়ে যায় তবে পরিবারের সদস্যদের প্রতি রাগ হয়ে যাই, আর **আল্লাহ্ তায়ালা**র সেই ইবাদকারী বান্দা রোযা রাখতো কিন্তু ইফতারের সময় মাত্র দু'টি রুটিই যথেষ্ট ছিলো, সে তাঁর নফল রোযার জন্য আমাদের ফরয রোযার চেয়েও বেশী উন্নত এবং উত্তম ইফতারের ব্যবস্থা করার পরিবর্তে অল্পেতুষ্টতা অবলম্বন করতেন, তাঁর মহান অল্পতুষ্টতার প্রতি উৎসর্গীত হয়ে যান যে, প্রতিদিন দু'টি রুটি দ্বারা ইফতার করতো এবং তা নিজের জন্য যথেষ্ট মনে করতেন। আমাদেরও অল্পেতুষ্টির অভ্যাস গড়া উচিৎ, আজকাল আমাদের মধ্যে অনেকে রিযিক স্বল্পতা এবং সম্পদে বরকত হীনতার শিকার লক্ষ্য করা যায়, তাদের উচিৎ যে, রিযিক বৃদ্ধি এবং বরকতের পাশাপাশি অল্পেতুষ্টির দৌলত অর্জনের জন্য দোয়া করা। কেননা, অল্পেতুষ্টি যে বান্দার নসীব হয়ে যায়, তাকে দুনিয়া ও এতে যা কিছু রয়েছে তা থেকে অমুখাপেক্ষী করে দেয়। অল্পেতুষ্টি বান্দাকে অন্যের সামনে নত হওয়া এবং কারো সামনে হাত পাতা থেকে বাঁচিয়ে শুধুমাত্র সত্যিকার **রিযিক দাতা আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসা করা শেখায়। অল্পেতুষ্টি বান্দার মাঝে আত্মসম্মান ও মর্যাদাবোধ সৃষ্টি করে আর কুপ্রবৃত্তির অনুসরন মানুষকে গোলাম বানিয়ে রাখে।

জরুরত সে যেয়াদা মাল ও দৌলত কা নেহী তলব, রাহে ব্যস আ'প কি নযরে ইনায়াত ইয়া রাসুলাল্লাহ্! রাহেঁ সব শাদ ঘর ওয়ালে শাহা থোড়ী ছি রুজি পর, আতা হো দৌলতে সবর ও কানাআত ইয়া রাসুলাল্লাহ্!
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৩২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অল্পেতুষ্টির সংজ্ঞা

অল্পেতুষ্টি কাকে বলে? এর সংজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মানুষ যা কিছু **আল্লাহ্ তায়ালা**র পক্ষ থেকে পেয়ে যায়, এতে সন্তুষ্ট হয়ে জীবন অতিবাহিত করে লোভ ও লালসাকে ছেড়ে দেয়াকে

www.dawateislami.net

"অল্পেতুষ্টি" বলে। অল্পেতুষ্টির অভ্যাস মানুষের জন্য **আল্লাহ্ তায়ালা**র অনেক বড় নেয়ামত, অল্পেতুষ্ট মানুষ প্রশান্তির দৌলত দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে আর লোভী মানুষ সর্বদা চিন্তগ্রস্থ থাকে। (জান্নাতী যেওর, ১৩৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে অল্পেতুষ্টি উচ্চ পর্যায়ের মানবিক গুণাগুণ থেকে একটি অনেক সুন্দর গুণ, অল্পেতুষ্ট ব্যক্তি নিজের চাহিদা সমূহ পরিহার করতে সফল হয়ে যায় আর অল্পেতুষ্টি থেকে বিরত ব্যক্তি নফসের গোলাম হয়ে সর্বদা এদিক সেদিক ধাক্কা খেতে থাকে। অল্পেতুষ্ট ব্যক্তির **আল্লাহ্ তায়ালা**র কৃতজ্ঞতা আদায় করার তৌফিক অর্জিত হয় আর অল্পেতুষ্টি থেকে বিরত ব্যক্তির যদি একটিও চাহিদা পূর্ণ না হয় তবে সে অভিযোগ করতে থাকে। অল্পেতুষ্ট ব্যক্তি আরো চাহিদা করার পরিবর্তে ধৈর্যের আচঁল আকঁড়ে ধরে। অল্পেতুষ্টি মানুষের তীব্র প্রচেষ্টা, উচ্চ ভাবনা, বুযুর্গী, খোদাভীতি এবং ধৈর্যের নিদর্শন স্বরূপ হয়, আর কুপ্রবৃত্তির অনুসরনকারী মানুষের নফসের অনুসারী, লোভ, কৃপণতা এবং **আল্লাহ্ তায়ালা**র পথে খরচ করা থেকে দুরত্বের কারণ হয়। অল্পেতুষ্টির গুরুত্ব জানার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, **আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর** নেক এবং নৈকট্যশীল বান্দাদেরই এই পবিত্র স্বভাব এবং অভ্যাস দান করে থাকেন। সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এবং আউলিয়ায়ে ইযামদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام মোবারক জীবনোপায় অল্পেতুষ্টির মাদানী ফুল কুঁড়াতে আমাদের জন্য উত্তম নমুনা।

মুস্তফা জানে রহমত ﷺ এর অল্পেতুষ্টির প্রতি লাখো সালাম!

আমাদের **প্রিয় আক্বা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্পূর্ণ জিন্দেগী ধৈর্য ও অল্পেতুষ্টি দ্বারা পরিপূর্ণ। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র জীবদ্দশায় কোথাও আরাম, আয়েশ ও প্রশান্তির উপকরণ লক্ষ্য করা যায় না এবং কখনো **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এসব বস্তু অর্জনের চেষ্টাও করেননি, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গনীমত স্বরূপ বড় বড় ধন ভান্ডার পেতেন, কিন্তু **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তা মুসলমানদের মাঝে বন্টন করে দিতেন, সাহাবীয়ে রাসুল, হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ থেকে বর্ণিত; **নবীয়ে আক**রাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরিবার তিন দিন পর্যন্ত কখনো পেট ভরে খাবার খাননি, এমনকি **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন। (বুখারী, কিতাবুল আতইমা, ৩/৫২০, হাদীস নং-৫৩৭৪)

www.dawateislami.net

সায়্যিদী আ'লা হযরত **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর অল্পেতুষ্টির প্রতি ভক্তি প্রকাশ করে আরয করেন:

কুল জাহাঁ মালিক অউর জও কি রুটি গিযা,
উস শেকম কি কানাআত পে লাখো সালাম। (হাদায়িকে বখশীশ, ৩০৪ পৃষ্ঠা)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: সমস্ত জগৎ যার সম্পত্তি ও ক্ষমতার অধীনে রয়েছে, তাঁরই খাবারের সাধাসিধে অবস্থা এমন ছিলো যে, যবের রুটিতেই দিন অতিবাহিত করতেন, তাঁর পবিত্র পেট মোবারকের অল্পেতুষ্টতার প্রতি লাখো সালাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দু'জাহানের সরদার হওয়ার পরও **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চাটাইতে আরাম করতেন, নুরানী মাথা মোবারক রাখার জন্য খেজুরের ছাল ভর্তি চামড়ার বালিশ ব্যবহার করতেন। (আল মাওয়াহিবু লিদ দুনিয়া মাআ শরহে যুরকানী, ৫ম খন্ড, ৯৬ পৃষ্ঠা) কখনো সুস্বাধু এবং মজাদার খাবারের আকাঙ্খা করেননি। এমনকি কখনো **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চাপাটি খাননি, যবের মোটা রুটি অধিকাংশ সময় খাবারে ব্যবহার করতেন।

(সীরাতে মুস্তফা, ৫৮৫, ৫৮৬ পৃষ্ঠা)

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা সৈয়্যদ নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **হুযুর সায়্যিদী আলম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রকাশ্য ওফাত পর্যন্ত **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র আহলে বাইতগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কখনো যবের রুটিও দু'দিন লাগাতার খাননি। হাদীসে পাকে এটাও রয়েছে : পুরো পুরো মাস অতিবাহিত হয়ে যেতো, পবিত্র ঘর মোবারকের (চুলায়) আগুনও জ্বলতো না, কয়েকটি খেজুর এবং পানিতেই দিন চলে যেতো। হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: (হে লোকেরা!) আমি চাইলে তোমাদের থেকে উত্তম খাবার খেতে পারি এবং তোমাদের থেকে উত্তম পোষাক পরিধান করতে পারি, কিন্তু আমি আমার আরাম ও আয়েশ আমার আখিরাতের জন্য অবশিষ্ট রাখতে চাই।

(খাযায়িনুল ইরফান, ৯২৮ পৃষ্ঠা। ফয়যানে সুন্নাত, ৬৪৬ পৃষ্ঠা)

খানা তো দেখো জও কি রুটি,
বে ছনা আটা রুটি ভি মোটি,
ওহ ভি শকম ভর রোয না খানা,
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم।
কোন ও মকাঁ কে আক্বা হো কর,
দোনোঁ জাহাঁ কে দাতা হো কর,
হে ফা'কে সে শাহে দো'আলম,
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم।

www.dawateislami.net

কবযে মে জিস কে সা'রি খোদায়ী, উস কা বিছোনা এক চাটাই,
নযরোঁ মে কিতনি হিছ হে দুনিয়া, صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের **প্রিয় আক্বা, হাবীবে কিবরিয়া, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দু'জাহানের ভান্ডারের মালিক হওয়ার পরও অল্পেতুষ্টিতে পরিপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করেছেন, আমাদেরও উচিৎ, আমরাও আমাদের **মক্কী আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পদাঙ্ক অনুসারে চলি, **তাঁরই** অনুসরন করি এবং অল্পেতুষ্ট সম্পন্ন ব্যক্তি হই। অল্পেতুষ্টতার অনেক ইহকালিন ও পরকালিন উপকারীতা রয়েছে, আসুন! এ থেকে কিছু শ্রবণ করি:

অল্পেতুষ্টির উপকারীতা এবং কুপ্রবৃত্তির চাহিদার অনুসরনের ক্ষতি

(১) অল্পেতুষ্টতা অন্তর থেকে দুনিয়ার ভালবাসা নিঃশেষ করে দেয়, আর কুপ্রবৃত্তির চাহিদার অনুসরনকারী দুনিয়ার ভালবাসায় বন্দি হয়ে যায় এবং একটি সময় দুনিয়াকেই সবকিছু মনে করে বসে, যা দ্বীনের জন্য প্রাণনাষক বিষ সমতুল্য।

(২) অল্পেতুষ্ট ব্যক্তি মাধ্যমের চেয়ে মাধ্যম সৃষ্টিকারী **আল্লাহ্ তায়ালার** প্রতি দৃষ্টি রাখে, এমনিভাবে সে অপরের প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে বেঁচে থাকে। আর অল্পেতুষ্ট নয় এমন ব্যক্তি মাধ্যমের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে একেই সব কিছু মনে করে বসে, এমনিভাবে সে মানুষের নিকট হতে আশা করে এবং তাদের থেকে প্রত্যাশী হয়ে যায়।

(৩) অল্পেতুষ্টি মানুষকে কুপ্রবৃত্তির অনুসারী হওয়া থেকে বাচিঁয়ে নেয় এবং এর বরকতে জীবন প্রশান্তি এবং সন্তোষময় ভাবে অতিবাহিত হয় আর কুপ্রবৃত্তির অনুসরন অশান্ত এবং মানসিক অস্বস্তি জন্ম দেয়।

(৪) অল্পেতুষ্টির কারণে লোভ ও লালসা এবং কৃপণতার ন্যায় মন্দ অভ্যাস বিদূরিত হয়ে যায়, **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকা, **আল্লাহ্র** পথে ব্যয় করার প্রেরণা সৃষ্টিতে অল্পেতুষ্টি খুবই প্রভাব রাখে, আর অল্পেতুষ্ট নয় এমন ব্যক্তি লোভ এবং কৃপণতার ন্যায় মন্দ অভ্যাস সৃষ্টি হতে পারে, তাছাড়া এরূপ ব্যক্তি কোন চাহিদা পূর্ণ না হওয়াতে مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ্র** পানাহ!) **আল্লাহ্ তায়ালার** দানের প্রতি অভিযোগ করতে থাকে।

www.dawateislami.net

(৫) সবচেয়ে বেশি অল্পেতুষ্টির উপকারীতা হলো; তা দ্বারা **আল্লাহ্ তায়ালা** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী: সেই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যারা ইসলামের হেদায়ত পেয়েছে এবং তার প্রয়োজন অনুযায়ী উপার্জন হয় আর সে তাতে অল্পেতুষ্টিতা অবলম্বন করে। **(তিরমিযী, কিতাবুয যুহদ, ৪/১৫৬, হাদীস নং-২৩৫৫)**

রাহে সব শাদ ঘর ওয়ালে শাহা থোড়ী সি রুজি পর,
আতা হো দৌলতে সবর ও কানাআত ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অল্পেতুষ্টি আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি ভরসার সিড়ি স্বরূপ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অল্পেতুষ্টির ন্যায় **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসাও সেসব গুণাবলীর অর্ন্তভূক্ত, যা মানুষের চরিত্রকে উত্তম বানায়। অল্পেতুষ্টি এবং **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসা পরস্পর গভীর সম্পর্কীত। অল্পেতুষ্টি হচ্ছে **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসার সিড়ি, অল্পেতুষ্টি মানুষকে **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং বান্দা অল্প সম্পদেও তুষ্ট হয়ে **রব্বে করীমে**র (দয়ালু প্রতিপালকের) প্রতি ভরসা করে থাকে। **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসা ঈমানের ওয়াজিব ও ফরয সমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসা করা ফরযে আইন। **(ফাযায়িলে দোয়া, ২৮৭ পৃষ্ঠা)** যার অন্তরে **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসার নূর নাই তার ঈমান পরিপূর্ন নয় এবং তার অন্তর অন্ধকার শহর ছাড়া আর কিছু নয়। **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসা ঈমানের রূহ। **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসা এমন একটি আমল, যা বান্দাকে **আল্লাহ্ তায়ালা**র নিকটবর্তী করে দেয় এবং মানুষ থেকে দূর করে দেয়। বিপদাপদ এবং কষ্টে **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসাই বান্দাকে দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলা করার শক্তি প্রদান করে। বিপদে **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসাই মানুষের আশাকে জাগ্রত করার মাধ্যম হয়।

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি ভরসার অর্থ ও মর্মার্থ

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত তাফসীর **"সীরাতুল জিনান"** ৩য় খন্ডের ৫২০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসার অর্থ এটা নয় যে, মানুষ নিজেকে এবং নিজের চেষ্টাকে বেকার এবং অহেতুক মনে করে ছেড়ে দেয়, যেমনটি কিছু অজ্ঞরা বলে থাকে বরং **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসা এটাই যে, মানুষ প্রকাশ্য মাধ্যমকে অবলম্বন করবে কিন্তু অন্তর থেকে এই মাধ্যমের প্রতি ভরসা করবে না বরং **আল্লাহ্ তায়ালা**র সাহায্য ও তার সমর্থন এবং সহায়তার প্রতি ভরসা করবে। (তাফসীরে কবীর, আলে ইমরান, ১৫৯ নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/৪১০) এই বিষয়ের সমর্থন এই হাদীসে মোবারাকা থেকেও পাওয়া যায়:

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: এক ব্যক্তি আরয করলো: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি কি আমার উটকে বেঁধে **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসা করবো?" ইরশাদ করলেন: "তুমি তা বাঁধো অতঃপর **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসা করো।" (তিরমিযী, কিতাবু সিফতে ইয়ামুল কিয়ামাতে, ৪/২৩২, হাদীস নং-২৫২৫) অর্থাৎ **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসা ঐ বিষয়ের নাম, যা যেকোন কাজ করতে মাধ্যমকে সুন্নাতে মুস্তফা মনে করে অবলম্বন করা এরপর পরিনতি **আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতে**র উপর ছেড়ে দেয়া উচিৎ। আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসা করা মানে মাধ্যমকে ত্যাগ করা নয় বরং মাধ্যমের প্রতি আস্থা ত্যাগ করার নামই **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসা। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/৩৭৯) অর্থাৎ মাধ্যমকে ত্যাগ করা **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসা করা নয় বরং উপায়ের উপর আস্থা না করা এবং **রব তায়ালা**র সত্তার প্রতি আস্থা স্থাপন করার নামই হলো **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসা।

মানুষের মাধ্যমে রিযিক পৌঁছানোই আল্লাহ্ তায়ালার পছন্দ!

বর্ণিত রয়েছে: একজন নেককার ব্যক্তি জনবহুল এলাকা ছেড়ে নির্জন বসবাসের জন্য পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে বসে গেলো এবং বলতে লাগলো: "যতক্ষণ পর্যন্ত **আল্লাহ্ তায়ালা** আমাকে রিযিক দিবে না, ততক্ষণ আমি কারো কাছ

www.dawateislami.net

থেকে কিছু চাইবো না।” এক সপ্তাহ অতিবাহিত হয়ে গেলো এবং রিযিক এলো না, যখন মৃত্যুর উপক্রম হলো তখন **আল্লাহ্ তায়ালা**র দরবারে আরয করলো: “হে আমার **রব তায়ালা**! তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো, সুতরাং আমার ভাগ্যে লিখিত রিযিক আমাকে প্রদান করো, নয়তো আমার রূহ কবয করে নাও।” অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলো: “আমার সম্মান ও মহত্বের শপথ! আমি তোমাকে রিযিক দেবো না যতক্ষণ না তুমি জনবসতিতে যাবে না এবং লোকদের মাঝে বসো।” সেই নেক ব্যক্তি জনবসতিতে গিয়ে বসলো, কেউ খাবার নিয়ে এলো, কেউ পানি নিয়ে এলো, সে ভালোভাবে খেলো এবং পান করলো কিন্তু মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে গেলো, তখন অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলো: “তুমি কি নিজের দুনিয়াবী পরহেযগারীতা দ্বারা আমার নিয়মকে পরিবর্তন করে দিতে চাও, তুমি কি জান না যে, নিজের কুদরতের হাত দ্বারা মানুষকে রিযিক দেয়ার পরিবর্তে আমার এটি বেশি পছন্দ যে, মানুষের হাত দ্বারা মানুষের কাছে রিযিক পৌঁছানো।” **(ইহইয়াউল উলুম, ৪/৩২৯)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, রিযিক অর্জনের জন্য আবশ্যক যে, বান্দা যেন মাধ্যম অবলম্বন করে, হাত গুটিয়ে বসে থেকে মাধ্যম অবলম্বন করা থেকে মুক্ত হয়ে শুধুমাত্র **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসা করছি, **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসা করছি বলে বেড়ানো **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসা করা নয়, এমনিভাবে শুধুমাত্র নিজের চেষ্টাকেই সবকিছু মনে করে বসা বা শুধুমাত্র উপায়ের উপরই ভরসা করে বসে থাকা, এটাও **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসা নয়। সত্যিকার **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসা হলো যে, উপায় অবলম্বন করা, সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করা এবং ভাগ্যের দরজায় কড়া নাড়া অতঃপর এই উপায়ের উপর ভরসা না করা বরং **আল্লাহ্ তায়ালা**র সত্তার প্রতি ভরসা করা। কেননা **আল্লাহ্ তায়ালা**র নির্ধারিত নিয়ম যে, সকল কাজই কোন না কোন মাধ্যম দ্বারাই সংগঠিত হয়ে থাকে। পেট তখনই ভরে, যখন বান্দা খাবার খায়, খাবার খাওয়া ছাড়া পেট ভরতে পারে না, বৃষ্টি তখনই হবে যখন মেঘ বিদ্যমান থাকে, মেঘ ছাড়া বৃষ্টি হতে পারে না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

কোরআনে পাকের আলোকে আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি ভরসা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তায়ালার সত্তার প্রতি পরিপূর্ণ ভরসা করা এবং নিজের সকল কাজ সম্পাদন তাঁরই প্রতি সর্মপন করে দেয়া একটি উত্তম গুণ, **আল্লাহ্ তায়ালা**র পবিত্র সত্তার প্রতি আমাদের এমন পরিপূর্ণ ভরসা হওয়া উচিৎ যে, যখনই কোন নেক ও জায়িয কাজের ইচ্ছা বা শুরু করবে তখন শুধুমাত্র মাধ্যমের প্রতি দৃষ্টি রাখার পরিবর্তে মাধ্যম সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহের প্রতি দৃষ্টি হওয়া উচিৎ। কেননা, মাধ্যম তো অস্থায়ী এবং নশ্বর হয়ে থাকে। যে মুসলমান রোগ, কষ্ট, বিপদাপদ বরং নিজের প্রত্যেকটি বিষয়ে **আল্লাহ্ তায়ালা**র পবিত্র সত্তার প্রতি ভরসা করে তবে তার বিষয়টি অনন্য। কেননা, **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসা করার বরকতে **আল্লাহ্ তায়ালা**র শুধু তার সাহায্যকারী ও রক্ষক হয়ে যান না বরং তার বরকতে সেই দয়াময় **রব তায়ালা** তাকে নেয়ামত ও পুরস্কার প্রদান করেন। **আল্লাহ্ তায়ালা** ২৮তম পারার সূরা তালাকের ৩নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ؕ

(পারা ২৮, সূরা তালাক, আয়াত ৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং যে **আল্লাহ্**র উপর ভরসা করে, তবে তিনি তার জন্য যথেষ্ট।

এবং ৪র্থ পারার সূরা আলে ইমরানের ১৫৯নং আয়াতে **আল্লাহ্ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৫৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিঃসন্দেহে, নির্ভরকারীরা **আল্লাহ্**র প্রিয়ভাজন।

"ইহইয়াউল উলুম"এ হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই আয়াতে মোবারকার পর বলেন: সেই মর্যাদা কতইনা মহান, যাতে অধিষ্টিত ব্যক্তির **আল্লাহ্ তায়ালা**র ভালবাসা অর্জিত হয় এবং তার **আল্লাহ্ তায়ালা**র পক্ষ থেকে প্রাচুর্য্যের জামানতও অর্জিত হয়, তবে যে ব্যক্তিকে **আল্লাহ্ তায়ালা** প্রাচুর্য্য দান করেন, তাকে ভালবাসেন এবং তাকে ছাড় দেন, সে অনেক বড় সফলতা অর্জন করলো। কেননা, যে ভালবাসার পাত্র হয় তার না আযাব হয়, না দূরত্ব হয় এবং না সে পর্দার আড়ালে হয়ে থাকে। **(ইহইয়াউল উলুম, ৪/৩০০)**

www.dawateislami.net

কোরআনে করীমের অপর একটি স্থানে **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসাকারীকে পরিপূর্ণ মু'মিন বলা হয়েছে। যেমনটি **আল্লাহ্ তায়ালা** ৯ম পারার সূরা আনফালের ২য় আয়াতে ইরশাদ করেন:

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِیْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ اِذَا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ اٰیٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِیْمَانًا وَّ عَلٰى رَبِّهِمْ یَتَوَكَّلُوْنَ ۚ﴿۲﴾

(পারা ৯, সূরা আনফাল, আয়াত ২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঈমানদার তারাই, যখন **আল্লাহ্**কে স্মরন করা হয় তখন তাদের হৃদয় ভয়ে প্রকম্পিত হয় এবং যখন তাদের নিকট তার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমানের উন্নতি হয় এবং নিজেদের রবের উপরই নির্ভয় করে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাবুন তো একবার! এই আয়াতে করীমায় ঈমানের সচ্ছতা এবং পরিপূর্ণ মানুষের তিনটি গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। **(১)** যখন **রব তায়ালা**কে স্মরন করা হয় তখন তাদের অন্তর ভীত পেয়ে যায়। **(২) আল্লাহ্ তায়ালা**র আয়াত শুনে তাদের ঈমান বেড়ে যায়। **(৩)** তারা আপন **রব তায়ালা**র প্রতিই ভরসা করে থাকে। (সীরাতুল জিনান, ৩/৫১৯) আফসোস! আজকাল আমরা **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসা করা থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছি, সম্পদ উপার্জনের ধ্যান আমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে যে, **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসার পাত্র হাত থেকে ছুটে গেছে।

আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি ভরসা এবং হাদীসে মোবারাকা

হাদীসে মোবারাকার অসংখ্য স্থানে **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসা করার গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিভিন্ন ভাবে **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসা করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। আসুন! "**আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসা" সম্পর্কে **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চারটি বাণী শ্রবণ করি:

১. ইরশাদ হচ্ছে: যদি তুমি **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি এভাবে ভরসা করো, যেমনভাবে তাঁর প্রতি ভরসা করার হক রয়েছে, তবে তিনি তোমাকে এমন ভাবে রিযিক প্রদান করবেন, যেমন ভাবে পাখিকে প্রদান করেন যে, তারা সকালে খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যায় পেট ভরে ঘরে ফিরে।

(তিরমিযী, কিতাবুয যুহুদ, বাবু ফি তাওয়াক্কালু আলাল্লাহ্, ৪/১৫৪, হাদীস নং-২৩৫১)

www.dawateislami.net

২. ইরশাদ হচ্ছে: চারটি বিষয় **আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর** প্রিয় বান্দাদেরকেই দান করেন (১) চুপ থাকা এবং এটিই ইবাদতের প্রাথমিক অবস্থা (২) **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসা করা (৩) নম্রতা (৪) এবং দুনিয়ার প্রতি উদাসিনতা।

(ইত্তিহাফুস সা'দাতিল মুত্তাকীন, কিতাবু যুম্মুল কবীর, ১০/২৫৬)

৩. ইরশাদ হচ্ছে: যার এই বিষয়টি পছন্দ যে, সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে যাবে, তবে যেন **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসা করে এবং যার এই বিষয়টি পছন্দ যে, সে যেন সম্মানিত হয়ে যায়, তবে তার উচিৎ যে, পরহেযগারীতা অবলম্বন করা আর যার এই বিষয়টি পছন্দ যে, সবার চেয়ে বেশি সম্পদশালী হয়ে যায়, তবে তার উচিৎ যে, নিজের কাছে বিদ্যমান বস্তুর চেয়ে বেশি এই বস্তুর প্রতি আস্থা করা, যা **আল্লাহ্ তায়ালা**র কুদরতী হাতে রয়েছে।

(মিনহাজুল আবেদিন, ১০৪ পৃষ্ঠা)

৪. ইরশাদ হচ্ছে: আমাকে সকল উম্মতদের দেখানো হয়েছে (আমি দেখলাম) যে, কোন নবী নিজের উম্মতদের নিয়ে যাচ্ছে, কেউ সম্প্রদায়কে, কেউ ১০ জনকে, কেউ ৫ জনকে এবং কোন নবী একাই যাচ্ছে, অতঃপর অনেক বড় একটি দলে দিকে আমার দৃষ্টি পড়লে আমি জিব্রাঈলতে জিজ্ঞাসা করলাম: হে জিব্রাঈল! এরা আমার উম্মত? তখন জিব্রাঈল বললেন: না! বরং আপনি আসমানের দিকে দেখুন! যখন আমি আসমানের দিকে তাকালাম তখন আমি অনেক বড় একটি দল দেখতে পেলাম, তখন জিব্রাঈল বললেন: আপনার উম্মত হচ্ছে এরা, এদের মধ্য হতে ৭০ হাজার ব্যক্তি হিসাব নিকাশ ছাড়াই সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে। তখন আমি বললাম: এর কারণ কি? তখন জিব্রাঈল বললেন: এরা হলো সেই লোক, যারা (ক্ষতস্থানে গরম লোহা ইত্যাদির) দাগ লাগায়নি (অর্থাৎ যদিওবা ক্ষতস্থানে দাগ লাগানো জায়িয কিন্তু যেহেতু জাহেলিয়্যতের যুগে দাগ লাগানোকে আরোগ্যের জন্য স্থায়ী উপসর্গ মানা হতো, তাই **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একে **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসার বিপরীত বলে ঘোষনা করেছেন), ঝাঁড় ফুক করে না (অর্থাৎ কাফেরদের ঝাঁড় ফুক থেকে বেঁচে থাকে, নয়তো কোরআনী আয়াত, দোয়ায়ে মাসুরা দ্বারা ঝাড়ফুক করা সুন্নাত) এবং (পূর্বলক্ষণ নেয়ার জন্য) পাখি উড়ায় না, আর এই লোকেরা শুধুমাত্র **রব তায়ালা**র প্রতি ভরসা করে। হযরত উকাশা বিন মিহসান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ দাঁড়িয়ে আরয করেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্**

www.dawateislami.net

صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার জন্য দোয়া করুন যে, **আল্লাহ্ তায়ালা** যেন আমাকেও এই (সৌভাগ্যবান) ব্যক্তিদের অর্ন্তভূক্ত করে নেয়। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দোয়া করলেন: **হে আল্লাহ্!** উকাশাকেও তাদের অর্ন্তভুক্ত করে নাও। অতঃপর অপর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার জন্যও দোয়া করুন যে, **আল্লাহ্ তায়ালা** যেন আমাকেও তাদের অর্ন্তভূক্ত করে নেয়। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: (এই দোয়াতে) উকাশা তোমার উপর প্রাধান্য লাভ করে নিয়েছে। **(বুখারী, ৪/২৫৮, হাদীস নং-৬৫৪১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

“সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা”

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত হাদীসে পাকের উদ্দেশ্য এটাই যে, আমরা যেন **আল্লাহ্ তায়ালার** প্রতি ভরসা করাতে অভ্যস্ত হয়ে যাই এবং **আল্লাহ্ তায়ালার** অনুগ্রহে বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করি। **আল্লাহ্ তায়ালার** প্রতি ভরসা করার অভ্যাস গড়তে, নেককার হতে, হিংসা ও লোভ এবং অন্যান্য গুনাহ থেকে বাঁচতে আর অপরকে বাঁচাতে, সুন্নাতের উপর আমলের প্রেরণা পেতে **দা’ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে **১২**টি মাদানী কাজে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহন করুন, **১২**টি মাদানী কাজের মধ্যে সাপ্তাহিক একটি মাদানী কাজ হলো “মাদানী মুযাকারা”য় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহন করা, মাদানী মুযাকারার কথা কি আর বলবো! এতে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কাছ থেকে জিজ্ঞাসিত বিভিন্ন প্রশ্নাবলীর চিত্তকর্ষক উত্তরের আদলে ইলমে দ্বীন অর্জন হয় এবং ইলমে দ্বীনের ফযীলত সম্পর্কে হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: **নবী আকরাম, রাসূলে মুহতাশাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করেন: “হে আবু যর! তোমার এই অবস্থায় সকাল হলো যে, তুমি **আল্লাহ্ তায়ালার** কিতাব থেকে একটি আয়াত শিখেছো, তবে তা তোমার জন্য **১০০** রাকাত (নফল) নামায আদায় করা থেকে উত্তম এবং তোমার এই অবস্থায় সকাল হওয়া যে, তুমি ইলমের একটি অধ্যায় শিখে নিয়েছো, যার উপর আমল করা হয়েছে বা করা হয়নি, তবে তা তোমার জন্য এক হাজার রাকাত নফল নামায আদায় করার চেয়ে উত্তম।

(ইবনে মাযাহ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু ফি ফদলে মিন তা’লিমিল কোরআন..., ১/১৪২, হাদীস নং-২১৯)

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশ উত্তম সংস্পর্শ প্রদান করে থাকে, এর বরকতে লাখো মানুষ গুনাহে ভরা জীবন থেকে তাওবা করে এবং নেকীর পথে চালিত হয়ে কোরআন ও সুন্নাত অনুযায়ী জীবন অতিবাহিতকারী হয়ে যায়, আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে একটি মাদানী বাহার শ্রবন করি।

নিউ ইয়ার নাইট উদযাপন করা থেকে বিরত

গুজরাঁওয়ালা (পাঞ্জাব) এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা কিছুটা এরকম যে, আমি সচ্ছল এক পরিবারের সন্তান, নামায আদায় করতাম না কোরআন নয় বরং মদ্যপান ও জুয়ার আগ্রহী ছিলাম, এমনকি নিজের জমিন বিক্রি করে জুয়া খেলতাম। স্ত্রী সন্তানদেরও বিরক্ত করতাম। আমার আচরণের কারণে আমার পরিবারও খুবই চিন্তিত ছিলো। সে সর্বদা আমাকে মন্দ কাজ করা থেকে বাধা দিত কিন্তু আমি মানতাম না। একবার আমি আমার আস্তানায় নিউ ইয়ার নাইট **(New Year Night)** উদযাপনের প্রোগ্রাম বানালাম, মদ্যপান এবং অপকর্ম করার সকল সরঞ্জাম একত্র করলাম, ৩১ ডিসেম্বর আমার সব খারাপ বন্ধুরা আমার আস্তানায় জমা হয়ে গেলো। রাত প্রায় ১০টার দিকে আমি ঘরে এলাম, ১২টায় আবার চলে যাবো। ঘরে পৌঁছে আমি টিভি চালু করলাম এবং চ্যানেল পরিবর্তন করতে করতে মাদানী চ্যানেল আমার সামনে এসে গেলো, যাতে এক বুযুর্গ ব্যক্তি (অর্থাৎ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه) নিউ ইয়ার নাইট **(New Year Night)** উদযাপনকারীদের বুঝাচ্ছিলেন, তাঁর বুঝানোর ধরণ এমনই সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক ছিলো যে, আমি সেই বয়ান শুনতে শুরু করলাম, এই বয়ানে আমি অনেক কিছু জানতে পারলাম এবং উপলব্ধি করলাম যে, আমি কি করতে যাচ্ছি, আমি খোদাভীতিতে কান্না করতে লাগলাম এবং অবশেষে নিউ ইয়ার নাইটে **(New Year Night)** অশ্লীলতা এবং অন্যান্য গুনাহ থেকে তাওবা করলাম। অন্যদিকে আমার বন্ধুরা আমার অপেক্ষায় ছিলো, যখন আমি গেলাম না তখন তারা আমাকে ফোন করতে রইলো, কিন্তু আমি আমার মোবাইল বন্ধ করে দিলাম এবং ঘুমিয়ে গেলাম। পরিবর্তীত সকালে আমার নতুন জীবনের সূচনা হলো, আমি মন্দকাজ এবং মন্দ সঙ্গ ছেড়ে দিলাম, মোবাইল

www.dawateislami.net

নম্বরও পরিবর্তন করলাম যেন মন্দ বন্ধুদের থেকে নিস্কৃতি পেতে পারি, কাদেরী আত্তারী সিলসিলায় বাইয়াত গ্রহন করে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মুরীদও হয়ে গেলাম। প্রথমে ৩দিনের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসুলের সাথে সফর করলাম, অতঃপর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে হওয়া পুরো রমযান মাসের সম্মিলিত ইতিকাফে বসে গেলাম। দাঁড়ি বৃদ্ধি করলাম, মাদরাসাতুল মদীনায় (প্রাপ্ত বয়স্ক) পড়া শুরু করলাম। এসব কিছুই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ফয়যান, নয়তো জানি না আমি এখন কোন অবস্থায় থাকতাম!

মাদানী চ্যানেল কি মুহিম হে নফস ও শয়তাঁ কে খেলাফ,
জু ভি দেখেগা করেগা اِنْشَآءَالله এ'তেরাফ।
নফসে আম্মারা পে ধরব এ্যয়সি লাগেগী জোড়দার,
কেহ নাদামত কে সবব হোগা গুনাহগার আশকবার।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অনুবাদ মজলিশের পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** যেমনিভাবে মুসলমানদের সংশোধনের জন্য সচেষ্ট, তেমনিভাবে সারা দুনিয়ায় আশিকে রাসূলের প্রদীপ জ্বালাতে এবং নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করতে ১০০টিরও বেশি বিভাগের মাধ্যমে দ্বীনে মতিনের খেদমতে সদা ব্যস্ত, এই বিভাগ গুলোর মধ্যে একটি বিভাগ হলো **"অনুবাদ মজলিশ"**। যা খুবই অল্প সময়ের মধ্যেই আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এবং মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব ও রিসালাকে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় যেমন; ইংরেজী, আরবী, ফার্সী, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইটালিয়ান, রাশিয়ান, বাংলা, হিন্দি, গুজরাটি, সিন্ধী ছাড়াও প্রায় ৩৬টি ভাষায় অনুবাদ করার খেদমত করে যাচ্ছে, যেন উর্দূ ভাষাভাষীদের পাশাপাশি দুনিয়ার অন্যান্য ভাষাভাষী কোটি কোটি মানুষও উপকৃত হতে পারে এবং তাদেরও এই মাদানী চিন্তাধারা হয়ে যায় যে, **আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।** اِنْشَآءَالله عَزَّوَجَلَّ

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ অনুবাদ মজলিশের সকল কিতাব ও রিসালা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** এ বিদ্যমান রয়েছে, এছাড়াও **"মাদানী বুকস লাইব্রেরী"** নামে মোবাইল এপ্লিকেশনও রয়েছে, যার সাহায্যে আপনি কিতাব ও রিসালা গুলো শুধু পড়তে পারবেন না বরং আপনার বন্ধু বান্ধবদেরও এপ্লিকেশনের লিঙ্ক **(Link)** শেয়ার করে সাওয়াবে জারিয়ার উপলক্ষ্যও করতে পারেন।

আল্লাহ্র দয়া হয় যেন এই ধরাতে, হে দা'ওয়াতে ইসলামী তোমার সাড়া পড়ে যাক!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি ভরসাকারীদের ঘটনাবলী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসা করা সম্পর্কে শুনছিলাম, যার **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসা করার নেয়ামত অর্জিত হয়ে যায়, সে খুবই সৌভাগ্যবান, **আল্লাহ্ তায়ালা**র নেক বান্দারা **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসা করার গুণে গুণান্বিত হয়। আসুন! **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসার প্রেরণা বাড়াতে **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসাকারীদের দু'টি কাহিনী শ্রবণ করি।

শয়তান আমার খাদেম

হযরত সায়্যিদুনা আইয়ুব হাম্মাল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত; আমাদের এলাকায় একজন **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসাকারী যুবক বসবাস করতো। সে ইবাদত ও রিয়াযত এবং **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসা করার ব্যাপারে খুবই প্রসিদ্ধ ছিলো। মানুষের নিকট থেকে কোন কিছুই নিতো না। যখনই খাবারের প্রয়োজন হতো নিজের সামনে মুদ্রা ভর্তি একটি থলে পেতো। এভাবেই সে তার রাত দিন **আল্লাহ্ তায়ালা**র ইবাদতে অতিবাহিত করতো এবং তাকে অদৃশ্য থেকে রিযিক দেয়া হতো। একবার লোকেরা তাকে বললো: "হে যুবক! তুমি মুদ্রা ভর্তি ঐ থলে নেওয়াকে ভয় করো! হতে পারে শয়তান তোমাকে ধোকা দিচ্ছে এবং সেই থলে তার পক্ষ থেকেই।" যুবকটি বললো: "আমার দৃষ্টি তো আমার **পাক পরওয়ারদিগার আল্লাহ্ তায়ালা** অনুগ্রহের দিকেই হয়ে থাকে, আমি তিনি ছাড়া আর কারো নিকট কিছু চাই না, যখন আমার **মওলা তায়ালা** আমাকে রিযিক প্রদান করেন তখন আমি

তা গ্রহন করে নিই। তবে যদি সেই মুদ্রার থলেটি আমার শত্রু শয়তানের পক্ষ থেকে হয় তবে এতে আমার কি ক্ষতি বরং আমার উপকারই যে, আমার শত্রুকে আমার আজ্ঞাবহ করে দেয়া হয়েছে। যদি আসলেই এরূপ হয় তবে **আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তায়ালা** তাকে আমার খাদিম বানিয়ে রাখুক। এর চেয়ে উত্তম আর কি হতে পারে যে, আমার সবচেয়ে বড় শত্রু আমার খাদিম হয়ে আমার সেবা করবে আর আমি তার দিকে লক্ষ্য রাখবো না বরং এটা বুঝে নিন যে, আমার **পরওয়ারদিগার রব তায়ালা** আমাকে আমার শত্রুর মাধ্যমে রিযিক প্রদান করছেন। আর আসলেই সকল জাহানের সেই কায়েনাতের সৃষ্টিকর্তাই রিযিক দান করেন, যিনি আমার **মাবুদ**।" **আল্লাহ্ তায়ালার** প্রতি ভরসাকারী যুবকের এই কথা শুনে লোকেরা চুপ হয়ে গেলো এবং বুঝে গেলো যে, তাকে আসলেই অদৃশ্য থেকে রিযক দেয়া হয়। **(উয়ুনুল হিকায়ত, ২/১০৫)**

এমনিভাবে **আল্লাহ্ তায়ালার** প্রতি ভরসা সম্পর্কীত আরো একটি খুবই সুন্দর কাহিনী শ্রবন করুন।

অসাধারণ শাহ্জাদী

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সুপ্রসিদ্ধ কিতাব **"ফয়যানে সুন্নাত"** এর ৩৭৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা শায়খ শাহ্ কিরমানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর শাহ্জাদী যখন বিয়ের উপযুক্ত হলেন ও প্রতিবেশী দেশের বাদশাহর পক্ষ থেকে প্রস্তাব এলো তবুও তিনি প্রত্যাখান করলেন আর মসজিদে মসজিদে গিয়ে কোন নেককার যুবকের সন্ধান করতে লাগলেন। এক যুবকের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ল, যিনি ভালভাবে নামায আদায় করেন আর খুব কেঁদে কেঁদে দোয়া করেন। শায়খ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: "তুমি কি বিয়ে করেছ?" তিনি না সুচক উত্তর দিলেন। এরপর জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কি বিয়ে করতে চাও? মেয়ে কুরআনে মজীদ পড়ে, নামায-রোযায় অভ্যস্ত ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী।" তিনি বললেন: আমার সাথে কে আত্মীয়তা করবে! শায়খ বললেন: "আমি করব, এ নাও কিছু দিরহাম, এক দিরহামের রুটি, এক দিরহামের তরকারী ও এক দিরহামের সুগন্ধি কিনে নিয়ে এসো।" এভাবে শাহ কিরমানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه নিজের নেক ভাগ্যবতী মেয়ের বিয়ে তার সাথে দিয়ে দিলেন। কনে যখন বরের ঘরে আসলো তখন দেখলো পানির পাত্রের

www.dawateislami.net

উপর একটি রুটি রাখা আছে। সে জিজ্ঞাসা করলো: এ রুটি কেন? বর বললো: "এটা গতকালের বাসি রুটি, আমি ইফতার করার জন্য রেখেছি।" একথা শুনে সে ফিরে যেতে প্রস্তুত হলো। তখন বর বললো: "আমি জানতাম যে, শায়খ শাহ কিরমানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর শাহজাদী আমার মত গরীবের ঘরে থাকতে পারবে না। কনে বললো: "আমি আপনার দারিদ্র্যতার কারণে নয় বরং এজন্য ফিরে যাচ্ছি যে, **আল্লাহ্ তায়ালা**র উপর আপনার বিশ্বাস খুবই দূর্বল, তাইতো রুটি সঞ্চয় করে রেখেছেন। আমিতো আমার পিতার জন্য অবাক হচ্ছি যে, তিনি আপনাকে সৎচরিত্রের অধিকারী ও নেককার কিভাবে বললেন!" বর একথা শুনে খুবই লজ্জিত হয়ে বললো: "এ দূর্বলতার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।" কনে বললো: "আপনার অপারগতা আপনি জানেন, তবে আমি এমন ঘরে থাকতে পারি না, যেখানে এক বেলার খাবার জমা রাখা হয়। এখন হয়তো এ ঘরে আমি থাকব নয়তো রুটি।" বর সাথে সাথে গিয়ে রুটিটি দান করে দিলো আর এরূপ দরবেশ চরিত্রের অসাধারণ শাহজাদীর স্বামী হতে পেরে **আল্লাহ্ তায়ালা**র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলো। **(রওযুর রিয়াহীন, ১৯২ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসাকারীর কিরূপ আচরণ হয়ে থাকে। শাহাজাদী হওয়ার পরও এমন মহান **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসা ছিলো যে, আগামী দিনের জন্য খাবার বাঁচিয়ে রাখা পছন্দ হলো না! এসব কিছুই দৃঢ় বিশ্বাসের প্রতিফল যে, যেই **আল্লাহ্ তায়ালা** আজ খাইয়েছেন, তিনি আগামী দিনেও খাওয়াতে নিঃসন্দেহে সক্ষম। পশু পাখি ইত্যাদি কোথায় বা জমা করে রাখে! এক বেলা খাওয়ার পর আরেক বেলার জন্য বাঁচিয়ে রাখা তাদের স্বভাবে নাই। মুরগীর **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসা লক্ষ্য করুন, তাদের পানি দিন। প্রয়োজন অনুযায়ী পান করার পর পাত্রে পা রেখে পানি ফেলে দেবে। যেন এই মুরগী নিশ্চুপ মুবাল্লিগ! এবং আমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছে যে, হে লোকেরা! অনেক দিনের জন্য জমা করার পরও তোমরা শান্ত হও না! আর আমি একবার পান করার পর আরেক বারের জন্য চিন্তা মুক্ত হয়ে যাই, যে এখন আমাকে পানি পান করিয়েছেন তিনি আবারো পান করাবেন। আহ! আমাদেরও **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি

www.dawateislami.net

ভরসা করার নেয়ামত নসীব হয়ে যাক। আফসোস! বর্তমানের আমলহীন মুসলমান **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসা তো দূর শুধুমাত্র একটি গ্রাসের জন্য অনেক সময় হত্যাযজ্ঞ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অশেষ ধন-সম্পদ এবং উন্নত খাবার থাকার পরও অপরের সম্পদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে, থাকার ভাল স্থান থাকার পরও অপরের বাংলো এবং বাড়ি হাতানোর চিন্তায় থাকে, কখনো অপরের সম্পদ হাতানোর জন্য ডাকাতি এবং চুরিও করে থাকে, তবে কখনো ধমক দিয়ে মানুষের সম্পদ দখল করে এবং তাদের ভীত করে দেয়, এসবের মূল কারণ হলো **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসা না হওয়া। অথচ একজন বান্দার জন্য এই বিষয়টিই যথেষ্ট হওয়া চাই যে, যতটুকু তার নসীবে রয়েছে, তা অবশ্যই সে পেয়ে যাবে, সেই **রব তায়ালা** যিনি পাথরের মাঝে বিদ্যমান কীট পতঙ্গকেও রিযিক দেয়াতে সক্ষম, তিনি আমার পেটের জন্যও উপায় সৃষ্টি করে দেবেন। **আল্লাহ্ তায়ালা**র নেককার বান্দাগণ অন্যের থেকে তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া তো দূরের কথা, অপরের উপর ভরসা করাকেও এড়িয়ে চলেন।

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাইদ খারায رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি একটি জঙ্গলে পৌঁছাই, তখন আমার নিকট কোন পাথেয় ছিলো না, আমার খুবই ক্ষুধা অনুভূত হলো, তখন দূরে একটি জনবসতি লক্ষ্য করলাম, আমি খুশি হলাম, কিন্তু পরে নিজের প্রতি এভাবে চিন্ত ভাবনা করলাম যে, আমি অপরের প্রতি ভরসা করেছি এবং অপরের নিকট থেকে প্রশান্তি অর্জন করতে চেয়েছি, সুতরাং আমি শপথ করলাম যে, জনবসতিতে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রবেশ করবো না, যতক্ষণ পর্যন্ত উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে না। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি একটি গর্ত খুঁড়ে বালিতে নিজের শরীরকে বুক পর্যন্ত লুকিয়ে নিলাম, অর্ধরাতে একটি উচ্চ আওয়াজ আসলো: হে লোকালয় বাসিরা! **আল্লাহ্ তায়ালা**র একজন ওলী নিজেকে বালিতে লুকিয়ে নিয়েছে, তোমরা তাঁর কাছে যাও। লোকেরা এলো এবং আমাকে বালি থেকে বের করলো আর উঠিয়ে জনবসতিতে নিয়ে গেলো। **(ইহইয়াউল উলুম, ৪/৩৩)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাবুন তো! হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খারায رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর **আল্লাহ্ তায়ালা**র পবিত্র সত্তার প্রতি কিরূপ দৃঢ় বিশ্বাস এবং পরিপূর্ণ ভরসা ছিলো যে, প্রচন্ড ক্ষুধায় একটি জনবসতি দেখার পর খুশি হওয়াকেও

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি ভরসার বিপরীত মনে করলেন, **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসার এই উচ্চ মর্যাদা তাদেরই উপযুক্ত ছিলো, আমাদেরও উচিৎ, উপায় অবলম্বন করার পর **আল্লাহ্ তায়ালা**র পবিত্র সত্তার প্রতি ভরসা করা এবং তাঁর উপর পরিপূর্ণ ভরসা রাখা। **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসার গুণ সৃষ্টি করার কারণে বান্দা যেমনি ভাবে এই দুনিয়ার অসংখ্য আবর্জনা থেকে বেঁচে যায়, তেমনি আখিরাতের সফলতার জন্যও **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসার গুণ অনেক কাজে আসে। আসুন! এপ্রসঙ্গে একটি কাহিনী শ্রবন করি।

আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি ভরসা হচ্ছে উত্তম বিষয়

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমাকে হযরত সালমান ফারেসী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আসুন আমি এবং আপনি এই চুক্তি করি যে, আমাদের মধ্যে যে কেউ প্রথমে ওফাত বরন করি না কেন, সে স্বপ্নে এসে নিজের অবস্থা অপরকে বলবো, আমি বললাম: এটা কিভাবে হতে পারে? তিনি বললেন: হ্যাঁ, মু'মিনের রূহ মুক্ত থাকে, দুনিয়ার জমিনে যেখানে ইচ্ছা যেতে পারে, এরপর হযরত সালমান ফারেসী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ওফাত বরণ করলেন, অতঃপর একদিন কায়লুলা (দুপুরের খাবার খাওয়ার পর কিছুক্ষন আরাম) করছিলাম, হঠাৎ হযরত সালমান ফারেসী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আমার সামনে এসে গেলেন এবং উচ্চ আওয়াজে তিনি বললেন: اَلسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا سَیِّدِیْ وَ رَحْمَۃُ اللّٰہِ وَ بَرَکَاتُہٗ। আমি উত্তরে: وَعَلَیْکُمُ السَّلَامُ وَ رَحْمَۃُ اللّٰہِ وَ بَرَکَاتُہٗ বললাম এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, ওফাতের পর আপনার প্রতি কিরূপ আচরণ হলো? এবং আপনি কোন মর্যাদায় আছেন? তখন তিনি বললেন: আমি খুবই ভাল অবস্থায় আছি এবং আমি আপনাকে এটাই উপদেশ দিবো যে, আপনি সর্বদা **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসা করতে থাকুন। কেননা, **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসা করা হচ্ছে উত্তম বিষয়, **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসা করা হচ্ছে উত্তম বিষয়, **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসা করা হচ্ছে উত্তম বিষয়, এই বাক্যটি তিনবার বলেছিলেন। **(শাওয়াহেদুন্নবুয়ত, ২৮৭ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের জন্যই উপকারী, আসুন! এর আরো ইহকালিন ও পরকালিন উপকারীতা শ্রবন করি।

আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি ভরসা করার উপকারীতা

(১) **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসাকারী দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্ত থাকে। যেমনিভাবে- হুযুর দাতা গঞ্জেবখশ আলী হাজবেরী رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: একদিন আমার বরহক মুর্শিদ বাইতুল জ্বিন থেকে দামেশক যাওয়ার ইচ্ছা পোষন করলেন, বৃষ্টির কারণে আমার কাদায় চলা কষ্টকর হচ্ছিলো কিন্তু যখন আমি আমার মুর্শিদের দিকে তাকালাম তখন দেখলাম যে, তাঁর কাপড় ও জুতো শুকনো ছিলো, আমি তাঁর দরবারে আরয করলাম (এবং এই আশ্চার্যজনক ঘটনার হিকমত জিজ্ঞাসা করলাম) তখন তিনি উত্তরে বললেন: হ্যাঁ! যখন আমি **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসা করে নিজের ইচ্ছাকে বিলীন করে বাতিনকে লোভের ভয়াবহতা থেকে সংরক্ষন করেছি, সেই সময় থেকে **আল্লাহ্ তায়ালা** আমাকে কাদা থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছেন। (কাশফুল মাহজুব, ২৫৫ পৃষ্ঠা) অর্থাৎ **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসার বরকতে ইহকালিন বিপদ থেকে আমাকে মুক্ত করে দেয়া হলো।

(২) **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসা, সৃষ্টির মুখাপেক্ষীতা থেকে বাঁচিয়ে নেয় বরং **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসা যদি কামিল হয় তবে মানুষ **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসাকারীর মুখাপেক্ষী হয়ে যায়। যেমনিভাবে- হযরত সুলায়মান খাওয়াস رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: যদি কোন ব্যক্তি সত্যিকার নিয়্যতে **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসা করে, তবে রাজা ও প্রজা সবাই তার মুখাপেক্ষী হয়ে যাবে, এবং সে কারো মুখাপেক্ষী হবে না। কেননা, তার মালিক **আল্লাহ্ তায়ালা** ধনী এবং খুবই প্রসংশিত। (মিনহাজুল আবেদিন, ১০৪ পৃষ্ঠা)

(৩) **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আমাদের সফলতার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব মানসিক ও হৃদয়ের হয়ে থাকে এবং এর বদৌলতেই মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হয়ে যায়। নিঃসন্দেহে মানসিক ও হৃদয়ের প্রশান্তি ধন-সম্পদ থেকেও বেশি দামী ধন ভান্ডার এবং এটি **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসার বরকত অর্জন করে সম্পদশালী হওয়া যায়।

www.dawateislami.net

এক বুযুর্গ বলেন: আমার শায়খ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ প্রায় মজলিশে বলতেন: নিজের ভাগ্যকে সেই সত্তার প্রতি সর্মপন করে দাও, যে তোমাকে সৃষ্টি করেছে, তবেই প্রশান্তি পাবে। (মিনহাজুল আবেদিন, ১১৩ পৃষ্ঠা)

(৪) **আল্লাহ্ তায়ালার** প্রতি ভরসার অসংখ্য বরকত থেকে সবচেয়ে বড় বরকত এটা যে, এর বদৌলতে ঈমানের হিফাযত হয়। কেননা, শয়তান যখন কারো ঈমানের উপর হামলা করে তখন সর্বপ্রথম তার **আল্লাহ্ তায়ালার** প্রতি বিশ্বাস এবং ভরসাকে দূর্বল করে দেয়, সুতরাং যদি আমরা নিজের ঈমানের হিফাযত করতে চাই তবে **আল্লাহ্ তায়ালা** প্রতি পরিপূর্ণ ভরসা রাখতে হবে, এক বুযুর্গ বলেন: আমার এক বন্ধু আমাকে বললো যে, আমার একজন নেক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হয়, তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কেমন আছেন? তিনি উত্তর দিলেন: "থাকা তো তাদের, যাদের ঈমান হিফাযত রয়েছে এবং তারা শুধু **আল্লাহ্ তায়ালার** প্রতি ভরসাকারীই হয়, যাদের ঈমান হিফাযত রয়েছে।" (মিনহাজুল আবেদিন, ১০৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা **আল্লাহ্ তায়ালার** প্রতি ভরসা করার উপকারীতা শুনলাম, **আল্লাহ্ তায়ালার** প্রতি ভরসা হচ্ছে দুঃখ কষ্টের নিরাপত্তা, সৃষ্টির মুখাপেক্ষীতা থেকে বাঁচার, মানসিক ও অন্তরের প্রশান্তি অর্জনের পাশাপাশি ঈমানের নিরাপত্তার উপায় হয়। এমনিভাবে **আল্লাহ্ তায়ালার** প্রতি ভরসা না করাতে দুঃখ কষ্টে লিপ্ত হওয়া, সৃষ্টির প্রতি মুখাপেক্ষী, মানসিক অস্থিরতায় লিপ্ত হওয়ার পাশাপাশি ঈমান হারা হওয়ার বিপদ রয়েছে। এইজন্যই সর্বদা আপন রহিম ও করীম **রব তায়ালার** পবিত্র সত্তার প্রতি ভরসা করা উচিৎ, তাঁর নিকট ভালভাবে আস্থা রাখা উচিৎ এবং সর্বদা **তাঁর** প্রতি ভরসা, অল্পেতুষ্টি অর্জনের দোয়া করতে থাকা উচিৎ।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা আজকের বয়ানে অল্পেতুষ্টি এবং **আল্লাহ্ তায়ালার** প্রতি ভরসা সম্পর্কে শ্রবণ করলাম, অল্পেতুষ্টি এবং **আল্লাহ্ তায়ালার** প্রতি ভরসা ঈমানে উন্নতি, আমলে উৎকর্ষতা এবং অসংখ্য দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকারী পাওয়ার মাধ্যম।

১. অল্পেতুষ্ট ব্যক্তির **আল্লাহ্ তায়ালা ও তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়।

www.dawateislami.net

২. অল্পেতুষ্ট ব্যক্তি মাধ্যম থেকে বেশি মাধ্যম সৃষ্টিকারীর প্রতি লক্ষ্য রাখে।

৩. অল্পেতুষ্টি **আল্লাহ্ তায়ালার** নেক বান্দাদের অভ্যাস, অল্পেতুষ্ট ব্যক্তি দুনিয়ায় অসংখ্য দুঃখ এবং কষ্ট থেকে মুক্তি পায়।

৪. অল্পেতুষ্টি বান্দাকে হিংসা ও লালসা থেকে মুক্ত রাখে।

৫. অল্পেতুষ্টি মানুষকে চাহিদার অনুসরন করা থেকে বাঁচায় এবং এর বরকতে জীবন প্রশান্তিতে অতিবাহিত হয়।

৬. অল্পেতুষ্টির বরকতে **আল্লাহ্ তায়ালার** পথে ব্যয় করার প্রেরণা পাওয়া যায়।

৭. অল্পেতুষ্টি অন্তর থেকে দুনিয়ার ভালবাসাকে ছিন্ন করে দেয়।

৮. অল্পেতুষ্ট ব্যক্তি **আল্লাহ্ তায়ালা** এবং **তাঁর মাদানী হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে পছন্দনীয় বিষয়।

৯. **আল্লাহ্ তায়ালার** প্রতি ভরসাকারী **আল্লাহ্ তায়ালার** প্রিয়।

১০. **আল্লাহ্ তায়ালার** প্রতি ভরসা মু'মিন বান্দার অন্তরে ঈমানের নূরকে আরো বৃদ্ধি করে, দুঃখ এবং কষ্টে **আল্লাহ্ তায়ালার** প্রতি ভরসাই দৃঢ়তা, ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতার শিক্ষা দেয়।

১১. **আল্লাহ্ তায়ালার** প্রতি ভরসাকারী দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

১২. **আল্লাহ্ তায়ালার** প্রতি ভরসা সৃষ্টির মুখাপেক্ষী থেকে বাঁচিয়ে নেয়।

১৩. **আল্লাহ্ তায়ালার** প্রতি ভরসাকারীর দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ নসীব হয়।

আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে **তাঁর** প্রতি ভরসা করা এবং অল্পেতুষ্টির সম্পদে সম্পদশালী করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরা চাই, আমাদেরও অল্পেতুষ্টির মহান দৌলত নসীব হয়ে যাক, তবে এর জন্য আমাদেরকে **আল্লাহ্ তায়ালার** দরবারে দোয়াও করা উচিৎ, তাছাড়া **আল্লাহ্ তায়ালার** প্রতি ভরসা ও অল্পেতুষ্টের ফযীলত এবং হিংসা ও কৃপণতার শাস্তি সমূহ অধ্যয়ন করা উচিৎ, তাছাড়া উত্তম চরিত্রের এবং ভাল গুণাবলীর অধিকারী নেক লোকদের সহচর্যও অবলম্বন করা উচিৎ। কেননা, সহচর্য মানুষের আচার আচরন এবং তার কথাবার্তায় অবশ্যই প্রভাব বিস্তার করে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" **(মিশকাতুল মাসাবীহ, ১/৯৭, হাদীস নং-১৭৫)**

সীনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পরোসী মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নখ কাটার সুন্নাত ও আদব

আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"১০১ মাদানী ফুল"** থেকে নখ কাটার সুন্নাত ও আদব শ্রবন করি। ❀ জুমার দিন নখ কাটা মুস্তাহাব, অবশ্য যদি বড় হয়ে যায় তবে জুমার দিনের জন্য অপেক্ষা করবেন না। **(দুররে মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৬৮ পৃষ্ঠা)** সদরুশ শরীয়ত মাওলানা আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: বর্ণিত আছে; যে ব্যক্তি জুমার দিন নখ কাটবে, **আল্লাহ্ তায়ালা** তাকে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবেন এবং তিনদিন অতিরিক্ত অর্থাৎ দশদিন পর্যন্ত। অন্য বর্ণনায় এটাও রয়েছে; যে ব্যক্তি জুমার দিন নখ কাটবে, তবে রহমতের শুভাগমন হবে এবং গুনাহ দূরীভূত হবে। **(দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৬৮ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়ত, ১৬তম খন্ড, ২২৫, ২২৬ পৃষ্ঠা)** ❀ হাতের নখ কাটার পদ্ধতি পেশ করা হচ্ছে: সর্বপ্রথম ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে কনিষ্ঠা আঙ্গুলের নখ কাটবেন তবে বৃদ্ধাঙ্গুল ছেড়ে দিবেন, এবার বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ কাটবেন, এখন সবশেষে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ কাটবেন।

(দুররে মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৮০ পৃষ্ঠা। ইহইয়াউল উলূম, ১ম খন্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

❀ পায়ের নখ কাটার কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই তবে উত্তম হচ্ছে; ডান পায়ের কনিষ্ঠা আঙ্গুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ পর্যন্ত কেটে নিন অতঃপর বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল থেকে শুরু করে কনিষ্টা আঙ্গুলের নখ কাটুন। ❀ অপবিত্রাবস্থায় (অর্থাৎ গোসল ফরয হওয়া অবস্থায়) নখ কাটা মাকরূহ। (আলমগীরী, ৫ম খন্ড, ৩৮৫ পৃষ্ঠা) ❀ দাঁত দ্বারা নখ কাটা মাকরূহ এবং এর দ্বারা শ্বেত রোগ হওয়ার আশংকা রয়েছে। ❀ কর্তিত নখ মাটিতে পুতে দিন আর যদি সেগুলো বাইরে ফেলেও দেন তবে কোন অসুবিধা নেই। ❀ কর্তিত নখ পায়খানা কিংবা গোসলখানাতে ফেলা মাকরূহ কেননা এতে রোগ সৃষ্টি হয়। ❀ বুধবার নখ কাটা উচিত নয়। কেননা, এতে শ্বেতরোগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে অবশ্য যদি ৩৯ দিন পর্যন্ত নখ কাটেনি, আজ বুধবার ৪০ তম দিন হয়ে গেল, যদি আজ কাটা না হয় তবে ৪০ দিনের বেশি হয়ে যাবে, তবে তার জন্য ওয়াজিব হচ্ছে; যেন আজই কেটে নেয় কারণ চল্লিশ দিনের অতিরিক্ত নখ রাখা না-জায়িজ ও মাকরূহে তাহরীমী। ❀ লম্বা নখ শয়তানের বৈঠকখানা অর্থাৎ তাতে শয়তান বসে।

(ইত্তিহাফুস সাদাহ লিয যায়দী, ২য় খন্ড, ৬৫৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

ইলম হাসিল করো, জাহিল যায়িল করো,　　পাও গে রাহাতে, কাফেলে মে চলো।
সুন্নাতে সিখনে, তিন দিন কে লিয়ে,　　হার মাহিনে চলেঁ, কাফেলে মে চলো।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৬৯-৬৭০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ

الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

www.dawateislami.net